অজানা সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্যে স্বাগতম

উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা ও নৃ-গোষ্ঠীর
অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন

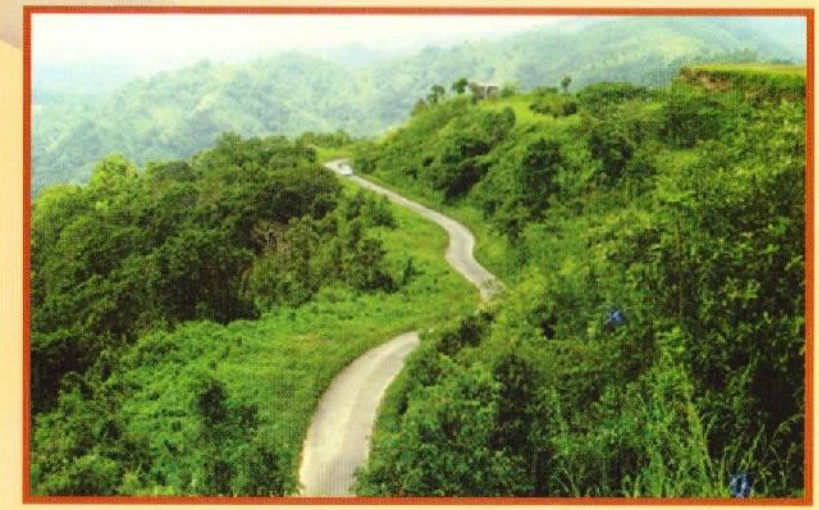

পাহাড়ের দিগন্তে উন্নয়নের নব ছোঁয়া

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

থানচি-আলীকদম সড়ক

শুভ উদ্বোধন

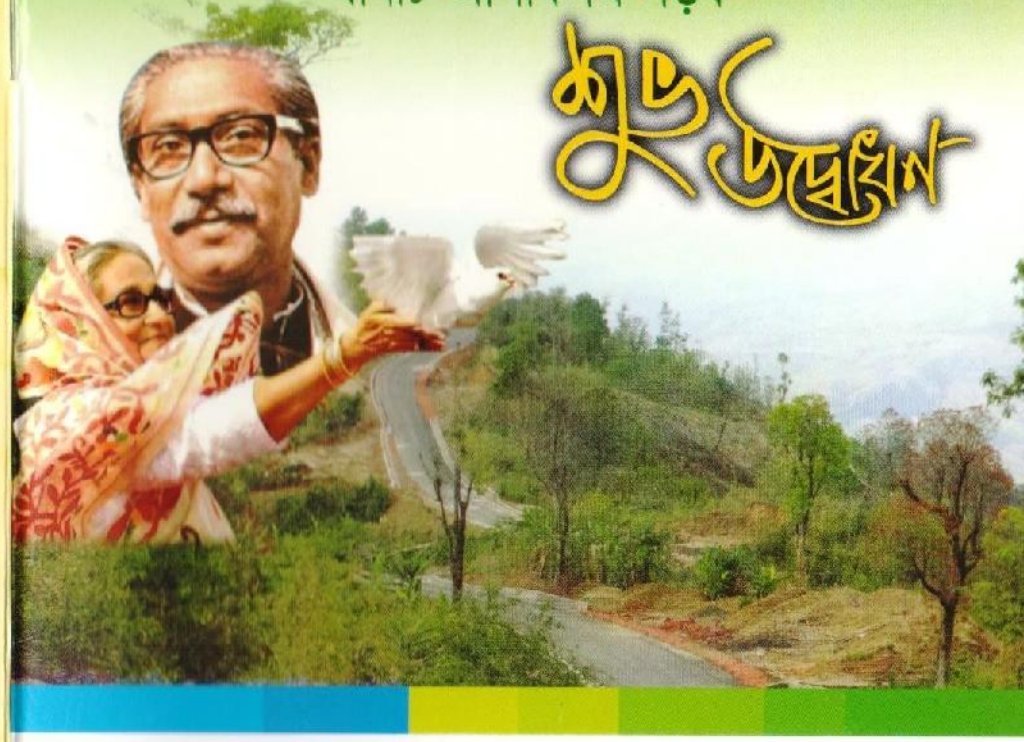

প্রধান অতিথি

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

তারিখ : ৩০ আষাঢ় ১৪২২ বঙ্গাব্দ, ১৪ জুলাই ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ

বাস্তবায়নে : ১৬ ও ১৭ ইসিবি, এসডব্লিউও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহের ৬টি সড়ক নির্মাণ/ উন্নয়ন প্রকল্প

ক. থানচি-আলীকদম সড়ক প্রকল্প
খ. চট্টগ্রাম-হাটহাজারী-রাঙ্গামাটি সড়ক প্রকল্প
গ. দিঘিনালা-ছোটমেরুং-চংড়াছড়ি-লংগদু সড়ক প্রকল্প
ঘ. খাগড়াছড়ি-দিঘিনালা-বাঘাইহাট সড়ক প্রকল্প
ঙ. রাঙ্গামাটি (ঘাগড়া)-চন্দ্রঘোনা-বাঙ্গালহালিয়া-বান্দরবান সড়ক প্রকল্প
চ. বাঙ্গালহালিয়া-রাজস্থলি সড়ক প্রকল্প।

থানচি-আলীকদম সড়ক প্রকল্প

১। পটভূমি : আলীকদম-থানচি সড়কটি পার্বত্য চট্টগ্রামের ৬ রাস্তা প্রকল্পের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। সড়কপথে আলীকদম হতে থানচি যাওয়ার রাস্তাটি ছিল কেরানীহাট-বান্দরবান হয়ে ১৯০ কিঃমিঃ-এর একটি সুদীর্ঘ পথ। আলীকদম-থানচি সংযোগ সড়কটি নির্মাণের ফলে থানচির সাথে সড়ক পথের দূরত্ব কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৩ কিঃমিঃ। গত ১৯৯৯ সালে সওজ কর্তৃক ৮০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে রাস্তাটি নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সাল পর্যন্ত রাস্তাটির কেবল ৪ কিঃমিঃ সমাপ্তির পর নির্মাণের দায়িত্ব সেনাবাহিনীর ওপর অর্পিত হয়। রাস্তাটি জেলা সড়ক মানের হওয়ায় এর প্রশস্ততা ১২ ফুট চওড়া এবং উভয় পার্শ্বে ৩ ফুট করে সোল্ডারসহ মোট ১৮ ফুট প্রশস্ত।

২। প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০১ সাল হতে প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ার কারণে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের গতি অত্যন্ত মন্থর ছিল। তবে পরবর্তীতে ২০০৬ সাল থেকে অর্থ বরাদ্দের সাথে সাথে প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গতি আসে। তবে ২০১৩ সাল হতে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক ইচ্ছায় বিশেষ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় মন্ত্রী সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের প্রত্যক্ষ প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের কারণে আজকের এই সড়কটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও সড়কটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে। উল্লেখ্য যে, প্রাক্কলিত ১১৭৫৪.০৯ লক্ষ টাকার এই সড়কটি সমাপ্তির মেয়াদ জুন ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত হলেও তা এপ্রিল ২০১৫ তারিখের মধ্যেই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়। এই সড়কটিতে রয়েছে ০২টি বেইলি ব্রিজসহ ০৭টি কালভার্ট।

০৩। সম্পূর্ণ নতুন এই রাস্তাটি নির্মাণ সহজ সাধ্য ছিল না। এই রাস্তাটি বাংলাদেশের সর্বাধিক উচ্চতা দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। রাস্তাটি নির্মাণে বেশ কয়েকটি গভীর খাদ অতিক্রম করাসহ পাহাড়ের উচ্চতা এবং বাঁকগুলোকে আনতে হয়েছে সহনীয় পর্যায়ে। সুউচ্চ পাহাড়ের বুক দিয়ে চলমান এই রাস্তায় চলাচলের সময় মনে হবে সমতল ভূমির মতই ঝুঁকিমুক্ত এক রাস্তা। রাস্তার জন্য ১৮ ফুট প্রশস্ততার কথা বলা হলেও বিপদজনক বাঁকগুলোকে কোথাও কোথাও এর প্রশস্ততা বাড়ানো হয়েছে ৩০ থেকে ৩৮ ফুট পর্যন্ত। পাহাড় ধসের সম্ভাবনা রোধ কল্পে পাহাড়ের পার্শ্বকে দ্বিতল কাট দেয়ার পাশাপাশি তৈরি করা হয়েছে সুপ্রশস্ত রিটেইনিং ওয়াল এবং বৃষ্টির পানি প্রবাহের প্রয়োজনীয় ড্রেইনেজ সিস্টেম।

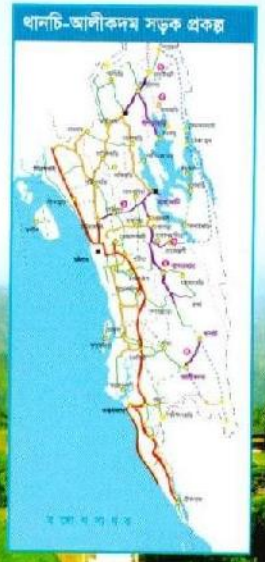

কারিগরি তথ্যাবলি

পরামর্শক প্রতিষ্ঠান	: সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: ১৬ ও ১৭ ইসিবি, এসডব্লিউও, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী।
প্রকল্পের নাম	: থানচি-আলীকদম সড়ক প্রকল্প
রাস্তার দৈর্ঘ্য	: ৩৩ কিঃ মিঃ।
রাস্তার প্রস্থ	: ১৮ ফুট (সোল্ডারসহ)।
প্রকল্পের প্রকৃতি	: এডিপি।
প্রাক্কলিত ব্যয়	: ১১৭৫৪.০৯ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প সমাপ্তি	: এপ্রিল ২০১৫

এক নজরে থানচি-আলীকদম সড়ক

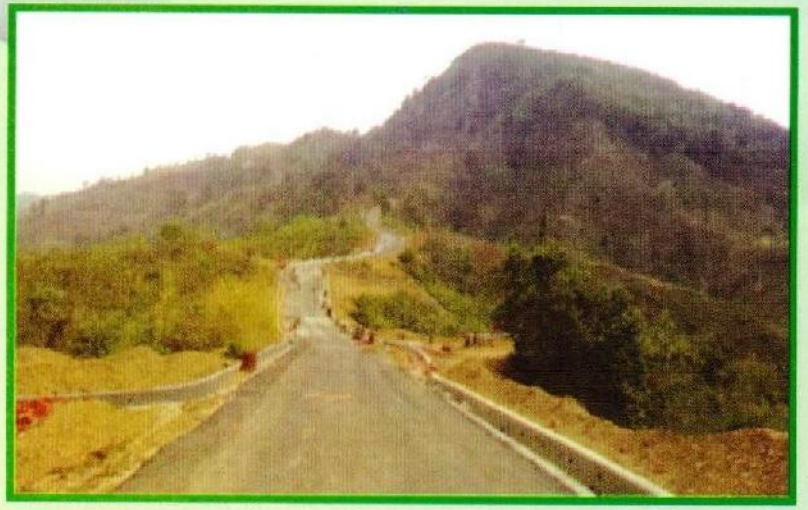

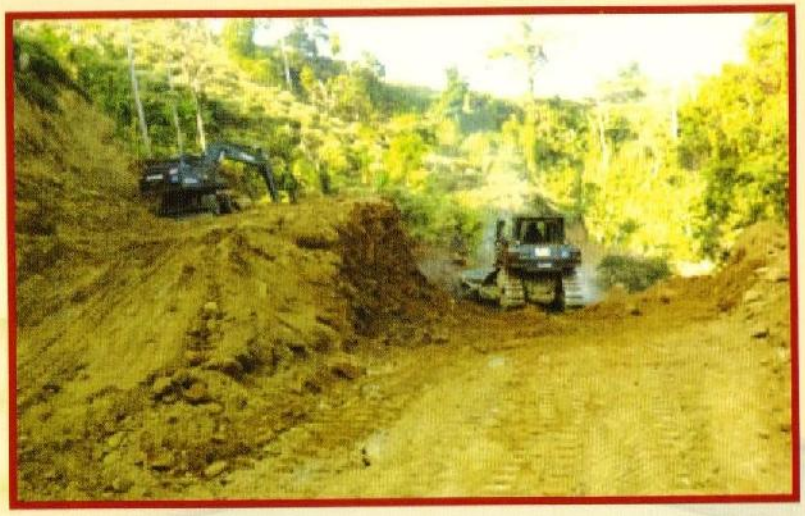

এক নজরে থানচি-আলীকদম সড়ক

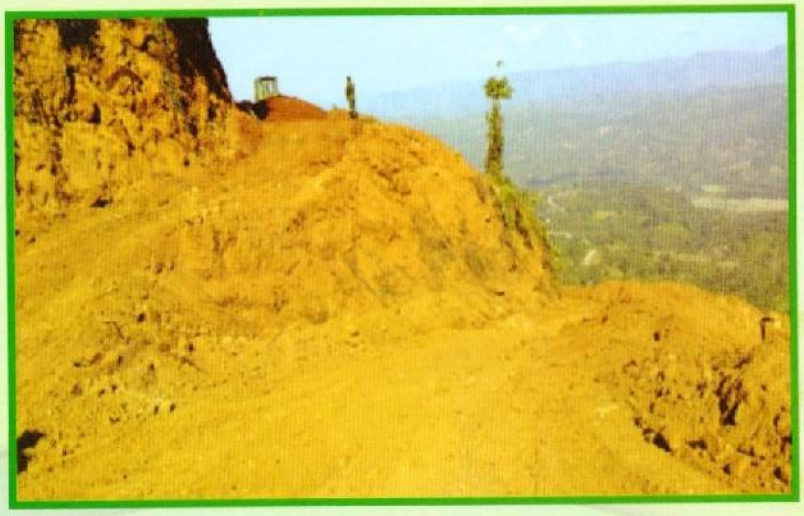

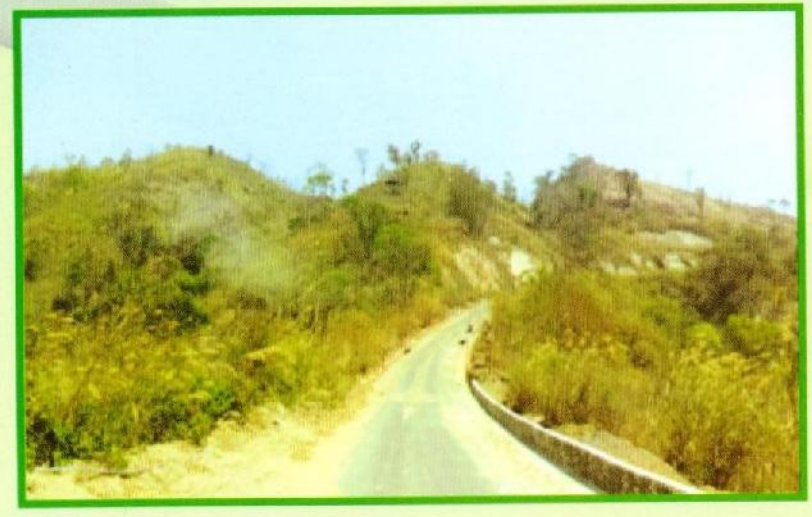

এক নজরে থানচি-আলীকদম সড়ক

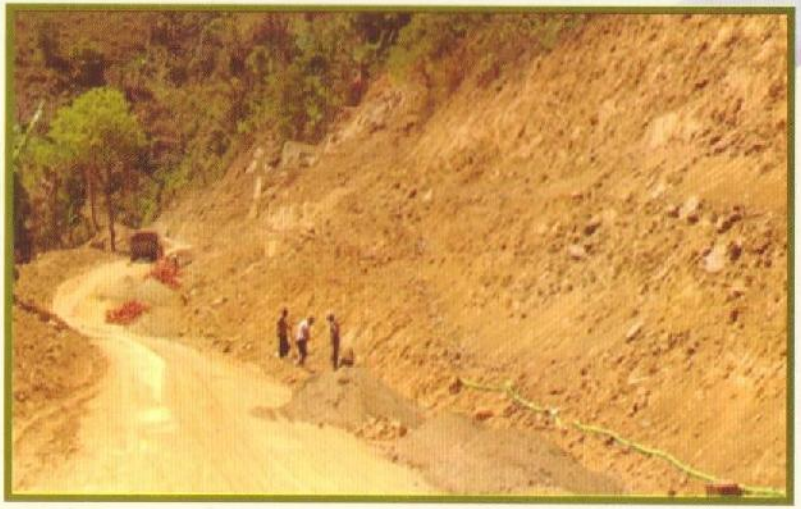

থানচি-আলীকদম সড়ক পরিদর্শন

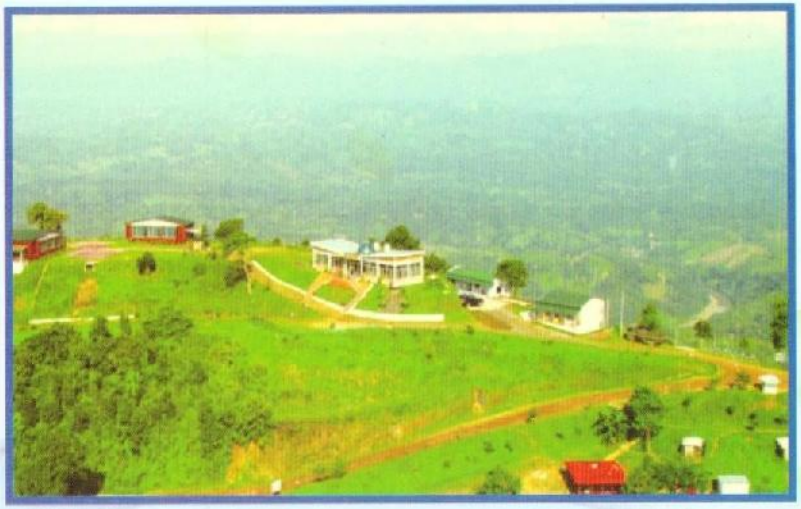

নীলগিরি, মানুষ যেখানে মেঘকে ছুঁয়েছে

কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের সহজ পরিবহন

অজানা সৌন্দর্যের স্বর্গরাজ্যে স্বাগতম

প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য
জেলা-উপজেলা শহরে সহজ গমনাগমন

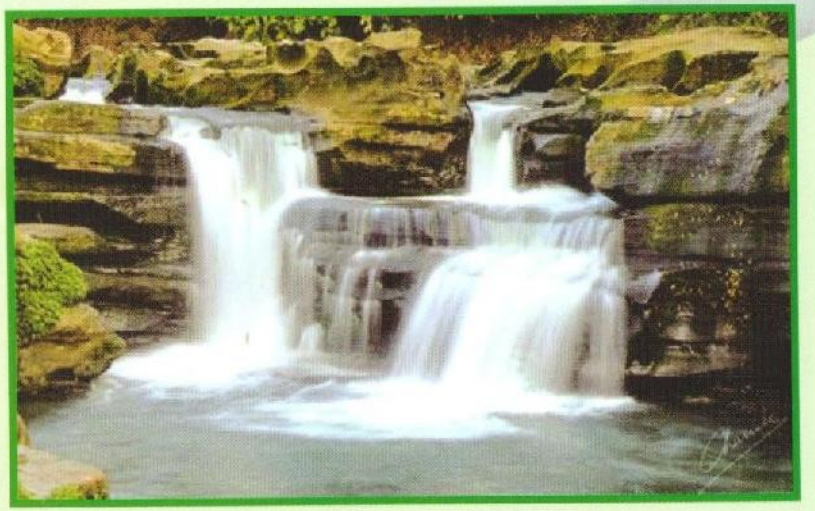

নাফাকুম জলপ্রপাত, পর্যটন শিল্পের বিকাশ